দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ . 17. DEC. 2017. ... ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ২ ......

কোচিং বাণিজ্য একপ্রকার দুর্নীতি

কোচিং বাণিজ্যের কাছে বলতে গেলে জিম্মি হয়ে পড়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কোচিং বাণিজ্য বন্ধে বিভিন্ন সময় কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিলেও তার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। তবে এ ব্যাপারে একটা আশার খবর হলো—দুদক এ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তৎপর হয়েছে। আমরা চাই, সম্প্রতি আট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে ৯৭ জন শিক্ষকের নাম দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, এদের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যে দৃষ্টান্ত অন্যদেরও উপযুক্ত বার্তা দেবে। শুধু মহানগরীতেই নয়, সারা দেশেই চলছে এক শ্রেণির অসাধু শিক্ষকের অনৈতিক তৎপরতা। আমরা আশা করব, দুদক এ ব্যাপারে তার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে স্বপ্রণোদিত হয়েই কোচিং বাণিজ্যসহ শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। কোচিং বাণিজ্যকে একপ্রকার দুর্নীতি বললেও ভুল হবে না। কোচিং বাণিজ্যের অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের রেহাই দেওয়া সরকারের আশু কর্তব্য। আসুন আমরা সকলে কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হই।

মেনহাজুল ইসলাম তারেক
মুন্সিপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

ব্যানবেইস
প্রাপ্তি নং
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর